মুজিবনগরে অস্ত্রসহ সাবেক ইউপি সদস্য আটক

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার শিবপুর গ্রামে অভিযান চালিয়ে ভারতীয় তৈরি একটি ওয়ান শুটার গানসহ সাবেক ইউপি সদস্য মিজানুর রহমান মিজারকে আটক করেছে যৌথবাহিনী।

শুক্রবার বিকাল সাড়ে পাঁচ থেকে শুরু করে তিন ঘন্টা ব্যাপী মিজার বাড়িতে এ অভিযান পরিচালনা করে যৌথবাহিনী। আটককৃত মিজানুর রহমান মিজার উপজেলার মোনাখালী ইউনিয়নের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক সদস্য। তিনি একই গ্রামের মৃত ফজলুল হকের ছেলে।

মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ মিজানুর রহমান জানান, মিজানুর রহমান মিজারের বাড়িতে অস্ত্র আছে এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে শুক্রবার বিকালে যৌথ বাহিনীর একটি টিম অভিযান পরিচালনা করে তাকে আটক করে। পরে তাকে জিগাসাবাদের একপর্যায়ে তার বাড়িতে অস্ত্র আছে বলে সে নিজের মুখে স্বীকারক্তি দেয় । তার স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে বাড়ির ঘরের পূর্বপাশে একটি গোয়াল ঘরের পাশে গর্ত খুড়ে মাটির নিচে থেকে অস্ত্রটি উদ্ধার করা হয়।

ওসি আরও জানান, এ বিষয়ে মিজারের নামে অস্ত্র আইনে মামলা দিয়ে আদালতে প্রেরণ করা হবে।

মেহেরপুরে হিন্দু সম্প্রদায়ের মাঝে জামায়াতের আর্থিক অনুদান

মেহেরপুরে সনাতনী ধর্মালম্বীদের মাঝে জামায়াতের আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করা হয়েছে।

আজ শুক্রবার (১১ অক্টোবর) বেলা ১২ টার সময় মেহেরপুর সদর উপজেলার আমদহ ইউনিয়ন জামায়াতের উদ্যোগে আমদহ গ্রামে আনুষ্ঠানিকভাবে অসহায় হিন্দু ধর্মালম্বী নারী পুরুষদের মাঝে এই অনুদান তুলে

দেওয়া হয়।

আমদহ ইউনিয়ন জামায়াতের আমীর মাওলানা নজরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আর্থিক অনুদান প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা জামায়াতের আমীর মাওলানা তাজ উদ্দীন খান।

বিশেষ অতিথি ছিলেন, সদর উপজেলা জামায়াতের আমীর সোহেল রানা ডলার, উপজেলা নায়েবে আমির আব্দুল জব্বার, সদর উপজেলা সেক্রেটারি জাব্বারুল ইসলাম মাস্টার।

এই ইউনিয়নের বিভিন্ন এলাকার প্রায় ৫০ জন নারী পুরুষদের মাঝে অনুদানের টাকা তুলে দেওয়া হয়।

মুজিবনগরে অনলাইন জুয়াড়ির বাগান বাড়িতে যৌথ বাহিনীর অভিযান আটক ৪

মুজিবনগর এলাকার শীর্ষ অনলাইন জুয়াড়ির বাগান বাড়িতে অভিযান চালিয়ে চারজনকে আটক করেছে যৌথ বাহিনী।

আটকরা হলেন, মুজিবনগর উপজেলার শিবপুর গ্রামের আওয়ামীলীগ নেতা রফিকুল ইসলাম রফা গাইনের ছেলে এলাকার শীর্ষ অনলাইন জুয়াড়ি মোঃ শাহরিয়ার আজম পরাগ (৩০), রায়হান আলীর ছেলে মুস্তাফিজুর রহমান (৩৫), ভবানীপুর গ্রামের উকিল শেখের ছেলে মোঃ সন্তোষ (৩২) ও শিবপুর গ্রামের আইর উদ্দিনের ছেলে রিপন (২৭)।

এসময় তাদের কাছ থেকে পাঁচটি এন্ড্রয়েড মোবাইল ফোন, ৩ বোতল ভারতীয় ফেনসিডিল, ১০০ গ্রাম গাঁজা ও ৩ টি গাঁজা খাওয়ার কল্কি জব্দ করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (১০ অক্টোবর) দিবাগত মধ্যরাতে যৌথবাহিনির একটি টিম শিবপুর গ্রামের কুশকরালী মাঠে অনলাইন জুয়াড়ি লিপুর বাগান বাড়িতে অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করেন।

মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মিজানুর রহমান এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে যৌথবাহিনীর একটি দল ওই বাগান বাড়িতে অভিযান চালায়। অভিযানে চার ব্যক্তি আটক হয়। এসময় তাদের কাছ থেকে পাঁচটি এন্ড্রয়েড মোবাইল ফোন, ৩ বোতল ফেনসিডিল ১০০ গ্রাম গাঁজা ও ৩ টি গাঁজা খাওয়ার কল্কি জব্দ করা হয়েছে। তবে, তাদের মোবাইল ফোন চেক করে অনলাইন জুয়ার তথ্য মেলেনি। আটকদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে। আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

“হিন্দু মুসলিম এক সাথে সৌহার্দ্য সম্প্রীতির মধ্যে দিয়ে ধর্মীয় উৎসব পালন করে আসছেন”

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক এমপি আমজাদ হোসেন বলেন, দু’শো বছরের ইতিহাস স্বাক্ষী দেয় বাংলাদেশে হিন্দু-মুসলিম এক সাথে সৌহার্দ্য সম্প্রীতির মধ্যে দিয়ে ধর্মীয় উৎসব পালন করে আসছেন।

আজ বৃহস্পতিবার (১০ অক্টোবর) সন্ধ্যার পর দলীয় নেতা কর্মীদের সাথে নিয়ে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গা পূজা উপলক্ষে বিভিন্ন পূজা মন্ডপ পরিদর্শনকালে এসব কথা বলেন তিনি।

সাবেক এমপি আমজাদ হোসেন বিভিন্ন পূজা মন্ডপে পৌঁছালে মন্ডপের সভাপতি সাধারণ সম্পাদকসহ নেতৃবৃন্দ তাদের ফুল দিয়ে অভিনন্দন জানান।

এসময় উপজেলা বিএনপির সাংস্কৃতিক বিষয়ক ও রাইপুর ইউনিয়ন বিএনপির

সাধারণ সম্পাদক রবিউল ইসলাম, পৌর বিএনপির সিনিয়র সহ-সভাপতি আব্দুল্লাহিল মারুফ পলাশ, পৌর বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান বাবলু, গাংনী পৌর বিএনপির সাংগাঠনিক সস্পাদক ইয়ামিন আলী বাবলু, পৌর বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক খাইরুল আলম কালাম, মেহেরপুর জেলা মহিলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও সাহারবাটি ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান আসমা তারা, রাইপুর ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান সারগিদুল ইসলাম, গাংনী পৌরসভার প্যানেল চেয়ারম্যান নাসির উদ্দিন, রাইপুর ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান ভিজা, গাংনী পৌর বিএনপির অর্থ সম্পাদ গোলাম হোসেন, গাংনী পৌর বিএনপির ৫ নং ওয়ার্ড সভাপতি গোলাম কাওছার, ৯ নং ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি ফজলুল হক, সাহারবাটি ইউনিয়ন কৃষকদলের সাধারন সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ মাষ্টার, ৪ নং ওয়ার্ড বিএনপির নেতা আহসান হাবিব, যুবদল নেতা আমজাদ হোসেন, কৃষকদল নেতা ফজলুর রহমানসহ বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সাবেক এমপি আমজাদ হোসেন গাংনী উপজেলা শহরের কেন্দ্রীয় পুজামন্ড, দাশপাড়া পুজামন্ডপ, চৌগাছা দাশপাড়া পুজামন্ডপ, গাঁড়াডোব পুজামন্ডপ, সাহারবাটি ইউনিয়নের ভোমরদহ দাশপাড়া পুজামন্ডপ ও হিজলবাড়িয়া দাশপাড়া পুজা মন্ডপ পরিদর্শন করেন।

এ সময় সনাতন ধর্মাবলম্বীদের পুজা মন্ডপের নেতৃবৃন্দের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন।

গাংনী কেন্দ্রীয় পুজা কমিটির সভাপতি সুশান্ত কুমার পাত্র, সাধারণ সম্পাদক সুকেস চন্দ্র বিশ্বাস, গাংনী দাশপাড়া পূজা কমিটির সভাপতি ধীরেন দাশ, চৌগাছা পূজা কমিটির সভাপতি তারাপদ দাশের হাতে তার ব্যক্তিগত আর্থিক অনুদান প্রদান করেন।

সনাতন সম্প্রদায়ের কাছে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারপার্সন তারেক রহমানের পক্ষে শারদীয় শুভেচ্ছা পৌঁছে দেন এবং নির্বিঘ্নে শারদীয় উৎসব পালনের আহ্বান জানান।

সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে আমজাদ হোসেন বলেন, এদেশে হিন্দু মুসলমান এক সাথে সাম্প্রদায়ীক সম্প্রীতির সাথে বসবাস করে আসছেন। পুজা উৎযাপন উপলক্ষে হিন্দু মুসলিমদের বন্ধন সব সময় অটুট থাকে। শারদীয় দুর্গোৎসব পালনে কেউ কোনো বাঁধা দিলে বিএনপির সকল নেতাকর্মীরা সেটা প্রতিহত করা হবে। পুজা বিসর্জন পর্যন্ত জাতীয়তাবাদী দলের

নেতৃবৃন্দ পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দেন।

উল্লেখ্য, গাংনী উপজেলা ১৭টি মণ্ডপে বাঙালি সনাতন ধর্মাবলম্বীদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গোৎসব চলছে। শারদীয় দুর্গোৎসব নির্বিঘ্নে পালনে পুলিশ ও আনসার-ভিডিপি সদস্যের পাশাপাশি সেনাবাহিনী ও বিজিবির টহল রয়েছে। এছাড়া সাদা পোষাকে গোয়েন্দাদের তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে। সেই সঙ্গে সোনাতলার ১৭টি মন্ডপে যুবদল, সেচ্ছাসেবক দল, ছাত্রদলের হেল্পডেক্সসহ রয়েছে বিএনপির নেতাকর্মীরা।

মেহেরপুর পুলিশ সুপারের পূজামন্ডপ পরিদর্শন

মেহেরপুর জেলা পুলিশের উদ্যোগে শারদীয় দুর্গা উৎসব-২০২৪ উপলক্ষে মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন পূজা মন্দির পরিদর্শন করা হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার (১০ অক্টোবর) বিকেলের দিকে পুলিশ সুপার মাকসুদা আকতার খানম, পিপিএম জেলার বিভিন্ন পূজা মন্দিরের শারদীয় দুর্গা উৎসব পরিদর্শন করেন।

পূজামন্ডপ পরিদর্শনকালে পুলিশ সুপার মাকসুদা আকতার খানম সকলকে শারদীয়া শুভেচ্ছা জ্ঞাপন ও উৎসবমুখর পরিবেশে সকলকে পূজা উদযাপনের জন্য আহবান জানান।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সার্কেল) আব্দুল করিম, সদর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আমানুল্লাহ আল বারীসহ ঊর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তা এবং পূজা উদযাপন কমিটির সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে হারানো ৭১ টি মোবাইল উদ্ধার করে দিলো পুলিশ

মেহেরপুরে হারিয়ে যাওয়া ৭১ টি মোবাইল উদ্ধারের পর প্রকৃত মালিকের কাছে ফিরিয়ে দিলো পুলিশ।

আজ বৃহস্পতিবার (১০ অক্টোবর) বেলা ১২টার দিকে পুলিশ সুপার কার্যালয়ের সভাকক্ষে মালিকদের হাতে মোবাইল তুলে দেন পুলিশ সুপার মাকসুদা আকতার খানম।

প্রেস ব্রিফিংয়ে জানায়, জেলার তিন থানায় করা সাধারণ ডায়েরির ভিত্তিতে মোবাইলগুলো উদ্ধার করা হয়। পুলিশের সাইবার ক্রাইম সেলের সহযোগিতায় উদ্ধার করা মোবাইলগুলো আসল মালিকের হাতে তুলে দেওয়া হয়। হারানো মোবাইলগুলোর মধ্যে সদর থানার ১৭টি, গাংনী থানার ৩১টি এবং মুজিবনগর থানার ২৩টি মোবাইল উদ্ধার করা হয়।
এ সময় তিনি সকলে আরো সতর্ক থাকার পরামর্শ দেন।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কামরুল আহসান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সার্কেল) আব্দুল করিম, ইন্সপেক্টর বাদল, সদর ট্রাফিক টিআই ইসমাইল হোসেন, সাব ইন্সপেক্টর মনিরুজ্জামান মিলন, কনস্টেবল তাহের, মোঃ আব্দুল জাব্বার সহ পুলিশ কর্মকর্তারা।

যুবলীগ নেতা জেমস স্বপন মল্লিক বাবু কারাগারে

ছাত্র-জনতার আন্দোলন চলাকালীন ১৯ জুলাই কবি নজরুল সরকারি কলেজের অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষার্থী ইকরাম হোসেন কাউসার ও শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজের শিক্ষার্থী ওমর ফারুক হত্যা মামলায় জেমস

স্বপন মল্লিক বাবুকে কারাগারে পাঠিয়েছে আদালত।

গতকাল বুধবার রাজধানীর চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিষ্ট্রেট আদালত তাকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন। আসামী জেমস স্বপন মল্লিক বাবু কিডনি প্রতিস্থাপনের রোগী হওয়ায় তাকে হাসপাতালে রেখে চিকিৎসার ব্যবস্থা করার জন্য জেল সুপারকে নির্দেশ দেন। জেমস স্বপন মল্লিক বাবু মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান গ্রামের ব্রজেন মল্লিকের ছেলে। তিনি কেন্দ্রীয় যুবলীগ সদস্য। এর আগে গত সোমবার সুত্রাপুর থানা পুলিশের একটি টিম সদও ঘাট এলাকা থেকে জেমস স্বপন মল্লিককে আটক করে।

গত ২০ আগস্ট নাসরিন খাতুন নামের এক নারী বাদী হয়ে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরসহ আওয়ামী লীগ নেতা ও পুলিশের উর্ধতন কর্মকর্তাসহ ১৩ জনকে নামিয় এবং অজ্ঞাত ২৫০ জনকে আসামী করে সুত্রাপুর থানায় হত্যা মামলা দায়ের করেন। ওই মামলায় জেমস স্বপন মল্লিক বাবুকে গ্রেফতার দেখিয়ে আদালতে হাজির করে পুলিশ।

এদিকে, বাবাকে নির্দোষ দাবী করে জেমস স্বপন মল্লিক বাবুর দুই শিশুকন্যা সোশ্যাল মিডিয়ায় মুক্তির দাবি জানিয়েছে সরকারের কাছে। তাদেও দাবীর সাথে অনেকের সহমত প্রকাশ করে মুক্তি চেয়েছেন।

মামলার এজাহারে জানা গেছে, আসামীদের প্রত্যক্ষ মদদে ও পরিকল্পনায় পিওএম-এ হতে নিযুক্ত পুলিশ সদস্যরা ও আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ, যুবলীগ, স্বেচ্চাসেবক লীগ, মহিলা লীগ ও তাহাদের অন্যান্য অঙ্গ সংগঠনের নেতা-কর্মীরা আন্দোলনকারীদের উপর অতর্কিতভাবে ধারালো অস্ত্র-শস্ত্র, চাপাতি, দা ও আগ্নেয়াস্ত্র নিয়া আক্রমণ শুরু করিলে ঘটনাস্থলে পথচারী ও সাধারণ লোকজন হতভম্ব হইয়া দিগি¦দিক দৌড়াইতে থাকে এবং হামলাকারীরা ঐসময় এলোপাথারী গুলি করিতে থাকিলে অনেকেই গুলিবিদ্ধ হয়, অনেকে ধারালো অস্ত্রের আঘাতে রক্তাক্ত জখমপ্রাপ্ত হইয়া আহত হয়। উক্ত সময় হামলাকারীদের গুলিতে কবি নজরুল সরকারি কলেজের অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষার্থী ইকরাম হোসেন কাউসার মাথায় গুলিবিদ্ধ হইয়া ঘটনাস্থলেই মৃত্যুবরণ করে এবং ওমর ফারুক শহীদ সোহরাওয়ার্দী সরকারী কলেজের শিক্ষার্থী বুকের ডান পাশে গুলিবিদ্ধ হয় এবং তাহাকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পর তিনি মারা যান।

যেহেতু ছাত্র-জনতার ন্যায্য ও যৌক্তিক দাবীতে শাড়িপূর্ণ

আন্দোলনে কোনরূপ উস্কানী ছাড়াই আজিতে বর্ণিত আসামীদের নির্দেশে ও মদদে অজ্ঞাতনামা আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ, যুবলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ, মহিলা লীগ ও তাহাদেও অন্যান্য অঙ্গ সংগঠনের নেতা-কর্মী ও পিওএম-এ হতে নিযুক্ত পুলিশ সদস্যরা প্রকাশ্যে লোকারণ্য রাস্তার উপর অতর্কিতভাবে ধারালো অস্ত্র-শস্ত্র, চাপাতি, দা দিয়া আক্রমণ করিয়া ও আগ্নেয়াস্ত্র যারা গুলি ফরিয়া ইকরাম হোসেন কাউসার ও ওমর ফারুককে হত্যা করিয়াছে।

মৃদুলের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা

সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন ছোট ভাই মেহেরপুর জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক শহীদ শরফরাজ হোসেন মৃদুলের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছে আদালত।

গত মঙ্গলবার মেহেরপুরের সাব জজ-২ আদালতের বিচারক এস এম কবির হোসেন এ আদেশ দেন। এবং এর আগে আদালত তার বিরুদ্ধে চার্জ গঠণ করেন। আগামী ২৮ নভেম্বর সাক্ষীর শুনানি ধার্য করা হয়েছে।

গত বছর সরফরাজ হোসেন মৃদুলের ব্যবসায়ীক পার্টনাল দেবাশীষ বাগচি আদালতে এক কোটি ৮০ লাখ টাকার চেক ডিজঅনারের একটি মামলা করেন।যার মামলা নম্বর-৯০৭/২৩ (মেহেরপুর)।

মামলার এজহারে জানা গেছে, পারিবারিক সূত্রে বহু বছর যাবৎ ঠিকাদারি ব্যবসা করে আসছি। সে ধারাবাহিকতায় ২০১৫ সালে শহীদ সরফরাজ হোসেন মৃদুলের সঙ্গে যৌথভাবে ঠিকাদারি ব্যবসা শুরু করি। ২০১৫ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত গণপূর্ত, জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রকৌশলী, এলজিইডিসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রায় ৩০ থেকে ৩৫টা নির্মাণকাজ সম্পূর্ণ করেছি। যার আনুমানিক মূল্য প্রায় ২৫ থেকে ২৭ কোটি টাকা। ২০২১ সালের প্রথম দিকে যৌথ ঠিকাদারি ব্যবসা পরিসমাপ্তি ঘটালে তার সঙ্গে আমার মূলধন ও লভ্যাংশসহ আনুমানিক দুই কোটি ৫০ লাখ টাকার বেশি পাওনা হয়। প্রাপ্য টাকা না পেয়ে আমি, আমার ও তার পরিবারের লোকজনসহ জেলা যুবলীগের অন্যান্য

নেতৃবৃন্দকে অবহিত করি। এক সময় সবার হস্তক্ষেপে ২০২৩ সালের জানুয়ারিতে আমার সঙ্গে হিসাব করতে রাজি হয়। আমি হিসাবে বসতে বললে বিভিন্ন অজুহাতে সময় ক্ষেপণ করে একপর্যায়ে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বললে তখন সে মৌখিকভাবে এক কোটি ৮০ লাখ টাকা দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে মীমাংসা করে এবং আমাকে চলতি বছরের জুলাই মাসের ১৬ তারিখে ঢাকায় যেতে বলে। ঢাকার আদাবরে তার বাসার সামনে গেলে রিংরোড সাহাবুদ্দিন প্লাজার ওসিস কফিশপে বসে আমাকে ২৪ জুলাই তারিখ দিয়ে রূপালি ব্যাংক মেহেরপুর শাখার এক কোটি ৮০ লাখ টাকার একটি চেক প্রদান করেন বাদী।

আমি চেকে দেওয়া তারিখ অনুযায়ী ২৪ জুলাই টাকা উত্তোলনের জন্য অগ্রণী ব্যাংকে চেক জমা করি। এক সপ্তাহ পর ব্যাংক থেকে চেক ডিজঅনার দেখিয়ে সার্টিফিকেট প্রদান করে। যেখানে লেখা আছে, গত ৪ এপ্রিল ২০২১ তারিখে অ্যাকাউন্ট বন্ধ করা হয়েছে। ১ আগস্ট ২০২৩ তারিখে ব্যাংক চেক ডিজাঅনার সার্টিফিকেট দেয়। আমি বিষয়টি আসামীকে জানালে সে আমাকে আজকাল করে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াতে থাকে। অতঃপর আমি বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট সাহেবের মাধ্যমে গত ৩০ আগস্ট আসামী বরাবর এন আই এক্ট ১৮৮১ এর বিধান মতে ডাকযোগে নোটিশ প্রদান করিয়া চেকে উল্লেখিত এক কোটি আশি লক্ষ টাকা পরিশোধ করিয় চেকটি ফেরত অথবা বাতিল করার অনুরোধ করি।

চেক ডিজঅনারের মামলায় করায় মন্ত্রীর ক্ষমতায় মৃদুল উল্টো দেবাশীষ বাগচীর বিরুদ্ধে চেক চুরির মামলা করে। পরে ওই মামলায় পুলিশ চেক উদ্ধারের জন্য দেবাশীষের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে হয়রানি করে।

ওই ঘটনার পরে গতবছরের ৫ সেপ্টেম্বর সকাল সাড়ে ১১টায় মেহেরপুরের সোডাপ মিলনায়তনে জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক শহীদ সরফরাজ হোসেন মৃদুলের বিরুদ্ধে করা সংবাদ সম্মেলনে পাওনা টাকা ও ন্যায়বিচার না পেলে পরিবারসহ আত্মহত্যার হুমকি দিয়েছিলেন মেহেরপুর জেলা যুবলীগের আহবায়ক কমিটির সদস্য দেবাশীষ কুমার বাগচি মনু।

মেহেরপুরে জাতীয় তামাক মুক্ত দিবস উপলক্ষে অবস্থান কর্মসূচি পালন

জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় তামাক ব্যবসা থেকে সরকারের অংশীদারিত্ব প্রত্যাহার করা হোক”এই স্লোগানকে সামনে রেখে মেহেরপুরে পালিত হয়েছে জাতীয় তামাকমুক্ত দিবস অবস্থান কর্মসূচি ও লিফলেট ক্যাম্পেইন।

আজ বুধবার (৯ অক্টোবর) সকাল ১১ টায় মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে এই অবস্থান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। অবস্থান কর্মসূচি শেষে প্রধান সড়কে গিয়ে লিফলেট বিতরণ করা হয়।

এই অবস্থান কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন আমঝুপি সুবাহ সামাজিক উন্নয়ন সংস্থা নির্বাহী পরিচালক মঈন উল আলম।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন গাংনী শ্মশান ঘাটপল্লী উন্নয়ন সংস্থা নির্বাহী পরিচালক আবু আবিদ, আমঝুপি এস পি এইচ আরের নির্বাহী পরিচালক মহিদুল আলম ওহিদ প্রমুখ।

গাংনীতে পিএসকেএসের উদ্যোগে সমন্বয় ও পরিকল্পনা সভা

মেহেরপুরের গাংনীতে সৃন্বিত কৃষি ইউনিটের কৃষিখাতের আওতায় উপজেলা সমন্বয় ও পরিকল্প সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বুধবার সকাল ১১ টার সময় পিএসকেএস এর প্রধান কার্যালয়ে সম্মেলন কক্ষে এ পরিকল্পনা সভা বাস্তবায়ন করে বে- সরকারি সংস্থা পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি পিএসকেএস।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংস্থার পরিচালক মো: কামরুজ্জামান।

সমন্বয় ও পরিকল্পনা সভায় অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন গাংনী উপজেলার অতিরিক্ত কৃষি অফিসার মোঃ রাসেল রানা,প্রানী সম্পদ কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) মো: আরিফুল ইসলাম, সহকারি মৎস্য কর্মকর্তা মো: জাকির হোসেন । পরিকল্পনা সভায় প্রাণী, মৎস্য ও কৃষির উন্নয়ন, উৎপাদন, বাজারজাতকরণ বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতায় অনুষ্ঠান পরিচালনায় ছিলেন মোহাঃ কামরুজ্জামান পরিচালক (কর্মসূচি) ও ফোকাল পারসন (সমন্বিত কৃষি ইউনিট)।

আলোচনা সভায় সমন্বিত কৃষি ইউনিটের আওতায় ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের বরাদ্ধকৃত প্রদর্শনীর বিভিন্ন কার্যক্রম নিয়ে বিস্তারিত তুলে ধরা হয়েছে। পাশাপাশি বিগত সময়ে বাস্তবায়িত বিভিন্ন প্রদর্শনীর বাস্তবায়ন কৈাশল, অর্জন এবং মাঠ পর্যায়ের প্রভাব নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়।

পরিশেষে সমন্বিত কৃষি ইউনিটের কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়নের স্বার্থে সবার সহযোগিতা চেয়ে পরিচালক সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

কর্ম পরিকল্পনা উপস্থাপন করেন পিএসকেএস এর কৃষি কর্মকর্তা মো: জুয়েল রানা, প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা মো: ছরোয়ার হোসেন, মৎস্য সহকারি কর্মকর্তা মো : খালেদ কবীর ও ভেটেরিনারি কর্মকর্তা মোঃ সামসুদ্দিন আহম্মেদ।